হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 4, Issue No. 1, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, August 2014

''হুটোপাটিতে কি কাজ হয়? ....লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাঁটুলের মতো হতে হবে, পাহাড় পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেবো—যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভাল; যে না আসবে, সে ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে, থাকুক।''

—স্বামী বিবেকানন্দ

উলুবেড়িয়ায় হিন্দু পুরুষরা ঘরছাড়া

উলুবেড়িয়া পৌরসভার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর ৩নং কলোনী। হিন্দুরাই মুসলমানদের বাড়ি ভাড়া দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য। আজ তারই মাসুল দিতে হচ্ছে সেখানকার হিন্দুদের। গত ১৪ জুলাই সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে বচসা হয় বাড়ির মালিকের সাথে ভাড়াটিয়াদের। মুসলিম দুষ্কৃতিরা দলবেঁধে হামলা করে বাড়ির মালিক সহ পাশাপাশি হিন্দু যুবকদের উপরে। হিন্দু যুবকেরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়। এর পর স্থানীয় তৃণমূলের কাউন্সিলর আকবর শেখের ইঙ্গিতে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ হিন্দুদের উপর শুরু করে ব্যাপক লাঠিচার্জ। পুলিশের এই অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হিন্দু যুবকরা প্রতিবাদ করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশের একটা বাইক ভাঙচুর করার অভিযোগে পুলিশ হিন্দুদের বাড়িতে চড়াও হয়। নির্বিচারে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙা হয়। মহিলাদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করারও অভিযোগ করেছেন স্থানীয় মহিলারা। ৮ জনের নামসহ মোট ৫০ জনের বিরুদ্ধে এফ. আই. আর. করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। আর বাকিদের ধরার অজুহাতে হিন্দু পুরুষদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে পুলিশ। সেই ভয়ে ৩নং কলোনীর সমস্ত হিন্দু পুরুষ ঘরছাড়া। শুধু সন্ত্রস্ত মহিলা ও শিশুরা বাড়িতে আছে। মুসলিম ভোটব্যাঙ্ককে তুষ্ট করতে এইভাবে হিন্দুদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করাই শাসক দলের গেমপ্ল্যান। হিন্দু সংহতির সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় এবং বিকর্ণ নস্করের নেতৃত্বাধীন সংহতির প্রতিনিধিদল গত ১৬ জুলাই এলাকা পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় লোকদের সাথে কথাবার্তা বলেন। বাম আমলে ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী রবীন ঘোষের দ্বারা মুসলিম তোষণ চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল এই উলুবেড়িয়াতেই। মুসলিম তোষণের সেই অস্ত্র এখন হাতে তুলে নিয়েছেন সুলতান আহমেদ ও ইকবাল আহমেদ পরিচালিত তৃণমূল কংগ্রেস। পাশেই পাঁচলা, জগৎবল্লভপুর ও আমতায় হিন্দুরা বার বার আক্রান্ত হয়েছে। সমগ্র হাওড়া জেলার মানুষ এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

সোনাখালিতে ধর্ষণের পরে খুন ঃ অভিযুক্তকে ছেড়ে দিল পুলিশ

দঃ ২৪ পরগণার সোনাখালিতে গত ২৮শে জুন খুন হয় ভগবতী ভুঁইয়া। পরদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামের আনেক সরদারের পুকুর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে গ্রামবাসী ও পুলিশ। ভগবতী ভুঁইয়ার ভাই গোবিন্দ ভুঁইয়ার দাবি তার দিদিকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে।

গোবিন্দবাবু এই প্রতিবেদনের প্রতিনিধিকে জানান গত ২৮শে জুন, শনিবার তার দিদি সন্ধ্যেবেলা সোনাখালি বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। নিকটবর্তী তেঁতুলতলা থেকে আনুমানিক ৭.৩০ থেকে ৮টা নাগাদ তাকে অপহরণ করে দুষ্কৃতিরা। বিভিন্ন সূত্র থেকে গোবিন্দবাবু জানতে পারেন, ৭নং সোনাখালি তেঁতুলতলার বাসিন্দা রাইহান মিদ্দে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। রাইহানের একটি অটো আছে এবং নিজেই সেটা চালায়। গ্রামবাসীরা কোনও দিন তাকে এই পথে অটো চালাতে দেখেনি। কিন্তু ঘটনার দিন অনেকেই রাইহানকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে অটো নিয়ে বেপরোয়াভাবে তেঁতুলতলা দিয়ে যেতে দেখেছে।

গোবিন্দবাবু সহ গ্রামবাসীদের অনেকেরই ধারণা রাইহানই ভগবতী দেবীকে অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুন করেছে। এখন প্রশ্ন হল রাইহান একাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত না তার সাথে আরও কেউ ছিল। ২৯ তারিখ মৃতদেহ উদ্ধারের পর গোবিন্দ ভুঁইয়া সোনাখালি থানায় একটি কেস দায়ের করেন। যার নম্বর ২৯৫/১৪, আন্ডার সেকশন ৩০২ আই.পি.সি.। এই এফ.আই.আর.-এর ভিত্তিতে সোনাখালি থানার পুলিশ রাইহানকে গ্রেফতার করে। কিন্তু সঠিকভাবে তদন্ত না করেই কোন এক অজানা কারণে পুলিশ রাইহানকে ছেড়ে দেয়। রাইহানকে ছাড়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। অনেককেই কানাঘুষো বলতে শোনা যায় যে পুলিশ টাকা নিয়ে রাইহানকে ছেড়ে দিয়েছে। গোবিন্দবাবু প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, তিনি এত সহজে হাল ছেড়ে দেবেন না। তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন।

রক্ত না দিতে পেরে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাতিল হল ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিবসে প্রস্তাবিত রক্তদান শিবির। বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত তারাপীঠ ও তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা গত ৬ জুলাই ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পুণ্য জন্মদিবস উপলক্ষ্যে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। উক্ত রক্তদান শিবিরের রক্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা করার জন্য রামপুরহাট জেলা স্বাস্থ্য হাসপাতালের আধিকারিককে লিখিতভাবে গত ১৯ জুন আবেদন করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি কোনো সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, বাধ্য হয়ে পুনরায় ২৩শে জুন রামপুরহাট মহকুমা শাসকের কাছে পুনরায় আবেদন করা হয় কিন্তু তিনিও কোনও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি। বাধ্য হয়ে উক্ত রক্তদান শিবিরের আয়োজক 'রামপুরহাট মহকুমা নাগরিক সংহতি'র পক্ষে সভাপতি রাজীব প্রামাণিক, রক্তদানে ইচ্ছুক ৪৭ জন ব্যক্তি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে উক্ত বিষয়ে তদন্ত করবার জন্য আবেদন করেছেন গত ৪ঠা জুলাই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বীরভূম জেলায় তিনটি সরকারি ব্লাডব্যাঙ্ক বর্তমানে রক্ত শূন্যতায় ভুগছে। সেখানে শুধুমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নাম থাকার কারণে সরকারি হাসপাতালে রক্ত সংগ্রহের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। আয়োজকরা ঘোষিত অনুষ্ঠান না করতে পেরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে একটি প্রতীকি অনুষ্ঠান পালন করেন।

হিন্দু সংহতি-র আহ্বানে

১৯৪৬-এর হিন্দু বীর

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্মরণে

১৬ই আগস্ট ২০১৪, শনিবার

কলকাতায় মহামিছিল

জমায়েত ঃ কলেজ স্কোয়ার, বেলা ৯২টা

সমাপ্তি ঃ ধর্মতলা

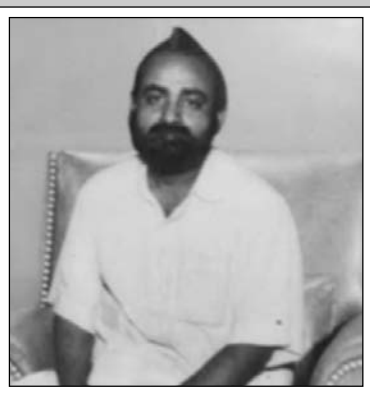

সকল হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থক এবং আপামর জাতীয়তাবাদী মানুষকে এই মহামিছিলে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই।

আমাদের কথা

মুখোশের আড়ালে সত্য গোপনের চেষ্টা

গত কয়েকদিন ধরে সংবাদপত্রগুলির শিরোনাম সংবাদ হল প্যালেস্টাইনের গাজায় ইজরায়েলি রকেট হানা। নারকীয়, পাশবিক বিভিন্ন বিশেষণে শিরোনামকে ভূষিত করেছেন তারা। নিজেদের সেক্যুলার চরিত্রটা জনগণের সামনে তুলে ধরাই বোধহয় এর প্রধান উদ্দেশ্য। পার্লামেন্টেও এই নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছে বিরোধীরা। কংগ্রেস, বামদলগুলো, লালুপ্রসাদ, নীতিশ কুমার, মুলায়েম সিং যাদব, তৃণমূল সরব হয়েছে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে। তাদের দাবি, সরকারকে এই আক্রমণের সরাসরিভাবে নিন্দা করতে হবে। বামপন্থীরা তো গাজায় নিহতদের স্মরণে কুম্ভীরাশ্রু ফেলতে ফেলতে কলকাতার রাজপথে মিছিল করেছে। কিন্তু এতসব আয়োজন করার মূল কারণটা কী? গাজায় সাধারণ মানুষ মরেছে বলে? না। স্রেফ্ এদেশের মুসলমান সমাজকে তুষ্ট রাখতে তাদের এতসব নাটক। সংখ্যালঘু তোষণের এতবড় নির্লজ্জ উদাহরণ এর চেয়ে আর কী হতে পারে?

যদি সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে আপনাদের এত বেদনা হতো, যদি যুদ্ধবাজ, আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত বিরোধী হতেন তাহলে মিশর বা সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ নিয়ে আপনারা একটিও কথা বললেন না কেন? আই. এস. আই. এস. জঙ্গীরা ইরাকের অনেকগুলো শহর দখল করে নিল, অসংখ্য সাধারণ মানুষকে হত্যা করলো, ঘর থেকে অবিবাহিত মেয়েদের টেনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করার নামে ধর্ষণ করলো—তবুও আপনারা নীরব রইলেন। একটি প্রতিবাদ মিছিল রাস্তায় বেরুলো না, একটি প্রতিবাদ শব্দ আপনাদের নেতামন্ত্রীদের মুখ দিয়ে বের হল না। কেন? কারণ এগুলো সব তো অন্তর্যাত। মিশর বা সিরিয়ায় সরকার বা তার বিরোধীরা উভয়ই ইসলামপন্থী। তাই সেখানে লক্ষাধিক মানুষ মরলেও আপনাদের সেক্যুলারিজমের নাটকটা জমবে না। আই.এস.আই.এস. জঙ্গীদের ইরাক দখল তো আসলে সিয়া ও সুন্নি—ইসলামের দুই সম্প্রদায়ের লড়াই। এখানেই বা কোন আস্তিনের তাসটা ফেলবেন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ তোষণকারী রাজনৈতিক নেতা ও তাদের দলগুলি। এমন সময় ঘটলো প্যালেস্টাইনের হার্মাদ আক্রমণে তিনজন ইজরায়েলি সেনার মৃত্যু। আর তার প্রতিশোধ নিতে ইজরায়েলি রকেট হানায় ধ্বংস হল গাজা শহরের বেশ কিছু অংশ, মৃতের সংখ্যা শতাধিক। ব্যাস্ আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে সেক্যুলারপন্থীরা নেমে পড়ল আসরে। পথ থেকে পার্লামেন্টে শিয়ালের হুক্কা হুয়া ধ্বনিত হল। একটা সুযোগেই তারা নিজেদের জাত চেনাতে পেরেছেন। ধরা পড়ে গেছেন আপনারা। আপনাদের ন্যাকামি, ভণ্ডামি সাধারণের চোখে ধরা পড়ে গেছে। আপনাদের মুখোশের আড়ালের বীভৎস মুখগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমরাও সমর্থন করি। তবে, তা যদি হয় প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা। কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণ করার নাম যদি হয় ধর্মনিরপেক্ষতা তবে আমরা তার বিরোধিতা করি। এতে দেশের যে প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে তার বিরোধিতা করি। প্যালেস্টাইনে মানুষ মরলে এদেশে প্রতিবাদ মিছিল বেরোয়, পার্লামেন্ট অচল হয়, মোমবাতি জ্বালানো হয়। অথচ প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে গত ছয় মাসে অসংখ্য হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে, হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছে, হিন্দুদের দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দির ভাঙা হয়েছে, অথচ এদেশে এর বিরুদ্ধে একটাও প্রতিবাদ হল না। পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে অদ্ভূত রকমের নীরব। কারণ বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হিন্দু। হিন্দু মরলে, হিন্দু নারী ধর্ষণ হলে কিংবা দেবমন্দির বা সম্পত্তি লুণ্ঠন হলে পশ্চিমবঙ্গের সেক্যুলার রাজনীতিজ্ঞ বুদ্ধিজীবিরা নীরবতাকেই বিচক্ষণতা মনে করেন। কারণ হিন্দুর হয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে গায়ে একটা কমিউন্যাল গন্ধ লেগে যায়। অতএব হিন্দুর জন্য প্রতিবাদ—নৈব নৈব চ।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রায়, ২০০৮ সালে ২৩শে নভেম্বর পাকিস্তানি জঙ্গীদের মুম্বই শহরে হানা দেওয়া। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে তিনশোর অধিক লোক মারল তারা, কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হল। অথচ কলকাতায় একটা প্রতিবাদ সভা বা প্রতিবাদ মিছিল বেরুলো না। তখন তারা ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তি বিনাশের ডাক দিতে মশগুল। এতেই যে তার সেক্যুলার চরিত্রটা বজায় থাকবে। একমাত্র হিন্দু সংহতি সেই জঙ্গীহানার প্রতিবাদে পথে নেমেছিল। মুম্বই হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্যালেস্টাইনে কোন প্রতিবাদ হয়েছিল কি? সত্যিটা মনে রাখুন ভারতীয় সেক্যুলাররা, প্রতিবাদ তো হয়নি, উল্টে পাকিস্তানী জঙ্গীদের সমর্থন করেছিল হার্মাদদের দেশ। আর ইজরায়েল এই সংকটে ভারতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। বন্ধু-শত্রুর ফারাকটা আমরা কি বুঝতে পারি না? নাকি বুঝতে চাই না?

হায়! এই আত্মচেতনাহীন পরানুমুখ জাতিকে কে রক্ষা করবে? কে তার চেতনার জাগরণ ঘটাবে? জেগে ঘুমালে, ঘুম ভাঙায় কার সাধ্যি। আমরা সেই জাগরণের কাজটাই করছি। ততদিন পর্যন্ত করবো, যতদিন না সমগ্র হিন্দু জাতির চেতনার জাগরণ ঘটছে।

হুগলী জেলার ফুরফুরা অঞ্চলে ল্যাণ্ড জেহাদ ঃ জমির মালিককে হুমকি ও মারধোর

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া দুর্গাপুর গ্রামের অন্তর্গত কামারপাড়ায় বসতবাড়ি সহ ২১ শতক সম্পত্তির মালিক হিরু শিউলীর বাস। শিউলী পরিবার পুরুষানুক্রমে এখানেই বাস করে আসছে। এই জমিটির ঠিক পিছন দিকে অবস্থিত ত্বহা সিদ্দিকীর অনাথ মেজদ্দেয়া ফাউন্ডেশন। তার পাশেই থাকে মোকারাম সিদ্দিকী ও তার পরিবার। গত ৪ জুলাই হিরু শিউলীর ২১ শতক সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা দাবী করে তাদের বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে যায় মোকারাম সিদ্দিকী ও তার পরিবার। তারপর নিয়মিত তাকে ওই জমির দখল ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দিতে থাকে মোকারাম সিদ্দিকীর চার ছেলে আবুল কালাম সিদ্দিকী, আবুল ফারুক সিদ্দিকী, আবুল আক্রম সিদ্দিকী ও মহম্মদ বাদশা।

গত ৪ জুলাই সকাল ১১টা নাগাদ হিরু শিউলীর বাড়িতে এসে তাণ্ডব চালায় মোকারাম সিদ্দিকীর চার ছেলে। হিরুবাবুর স্ত্রী ও ২৮ বছরের ছেলেকেও মারধোর করে তারা। এখানেই খান্ত হয়নি আততায়ীরা। বাড়ির সামনে একটি চালাঘর ছিল

সেটাকেও ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে চলে যায়। ঘটনার পর পুলিশকে সব কিছু জানালেও পুলিশ দোষীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। স্থানীয় নেতা নেত্রীদের বিরুদ্ধে ঐ একই অভিযোগ। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও নেতা নেত্রীদের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণে ক্ষুব্ধ এলাকার সাধারণ হিন্দুরা। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর নাকের ডগায় গরীব হিন্দুদের উপরে এই অন্যায় অত্যাচারে পীরজাদার নীরবতাকে এলাকার মানুষ পরোক্ষে ল্যাণ্ড জেহাদের মদতদান হিসাবেই দেখছে।

হিন্দু সংহতির কর্মীদের তৎপরতায় নাবালিকা উদ্ধার

গত ২৪ জুন ২০১৪ তারিখে সকালবেলায় নদীয়া জেলার ১৭ বছরের নাবালিকা রাখী সান্যাল স্থানীয় রকি শেখ কর্তৃক অপহৃত হয়। রাখীর অভিভাবকরা শান্তিপুর থানায় ঐ দিন একটি মিসিং ডায়েরি করেন (জিডিই নং-১৭০৮/১৪)। পরে হিন্দু সংহতির স্থানীয় কর্মীদের প্রয়াসে জানতে পারা যায় যে জনৈক রকি শেখ তাকে অসৎ উদ্দেশ্যে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে রেখেছে। ২৭ জুন থানায় উপযুক্ত তথ্য সহকারে এফ.আই.আর করা হলে (এফ.আই.আর. নং-২৯৩/১৪) পুলিশি তৎপরতায় এবং হিন্দু সংহতির কর্মীদের সহযোগিতায় রাখীকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ রকি শেখের বিরুদ্ধে আই.পি.সি.৩৬৩,৩৬৫, ৩৬৬এ, ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রাখী সান্যালের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে পরম্পরাগতভাবে।

নদীয়া জেলায় এই ধরণের লাভ জেহাদের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিন্দু সংহতির কর্মীদের সক্রিয়তার ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এইসব হিন্দু মেয়েদের উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে।

ইসলামের স্বরূপ কী তা দেখলো বিশ্ব

ইসলামের স্বরূপ কি তা আবার দেখলো বিশ্ব। বড় দোকানে সাজানো পুতুল যা ম্যানিকুইন নামে পরিচিত তা ও সম্পূর্ণ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে হবে। এমন কি তাদের মুখ পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে না। ইরাকের মসুল শহরে এমনই ফতোয়া জারি করেছে আই. এস. আই. এস.। জেহাদিদের আক্রোশ থেকে বাঁচতে তাই দ্রুত জামাকাপড়ের দোকানের সুসজ্জিত ম্যানিকুইনদের মুখ ঢেকে দেওয়া হয়েছে কালো কাপড়ে। জেহাদিদের দাবি কোনও শিল্প বা মূর্তি তৈরির জন্য মানব শরীরের প্রতিকৃতি ব্যবহার করা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। অগত্যা পুতুলেরও মুখ ঢাকো হিজাবে! সম্প্রতি আই. এস. আই. এস.-এর উত্থান ও ইরাকের বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নেওয়ার সংবাদ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। যে জেহাদিরা পুতুলেরও মুখ ঢাকার ফতোয়া জারি করে, তাদের রাজত্বে নারী সমাজের কি অবস্থা হবে ভাবতেই গা শিউরে উঠছে।

হিজাবে মুখ ঢাকা ম্যানিকুইন

সম্প্রতি, কলম পত্রিকায় বুখারি, মুসলিম-এর একটি ঘোষণা তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তিনি বলেছেন— 'যে ব্যক্তি ইমান ও চেতনা সহকারে রমযানের রোজা রাখবে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।' উক্তিটি মারাত্মক। কারণ ইমানের সাথে রোজা রাখলে কোন ব্যক্তির পূর্ববর্তী গুনাহ্ মাফ হতে পারে। কিন্তু পরবর্তী গুনাহ্ কিভাবে মাফ হবে? ধর্মের পথে চলা মানুষ গুনাহ্ করবে কেন? আর তার গুনাহ্ কে মাফ করবেন? ধর্ম কি মানুষকে গুনাহ্ করার 'ছাড়পত্র' দেয়? বুখারি সাহেবের মন্তব্য থেকে এই প্রশ্নটাই উঠে আসছে।

গরু চুরিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ঃ গ্রেপ্তার ২

গরু চুরির অভিযোগে দুইজনকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। দলের আরও তিনজন গরুচোর অধরা রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ১০ই জুলাই (বৃহস্পতিবার) দুর্গাপুরের বুদ্‌বুদ্ থানার অন্তর্গত কোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর গ্রামে। গ্রামবাসীরা চুরি যাওয়া দুটি গরুকে উদ্ধার করেন কাঁকসার মোল্লাপাড়া থেকে। বেশ কিছুদিন ধরেই রঘুনাথপুর গ্রাম থেকে একাধিক গরু চুরির ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ হাসনাবাদ সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার গরু সীমান্তের ওপারে পাচার হচ্ছে। গরুচোরদের সঙ্গে পাচারকারীদের যোগসাজশ রয়েছে বলে গ্রামবাসীদের অনুমান।

এদিন গরু চুরি করে বিক্রি করে দেবার পর ধরলা অঞ্চলে চোরের দল টাকা ভাগাভাগির সময় গ্রামবাসীরা হাতেনাতে দু'জনকে ধরে ফেলে। ধৃতরা হল শেখ কাজল এবং শেখ মালুর। গ্রামবাসীরা দু'জনকে ধরে গ্রামের একটি ক্লাবঘরে আটক করে রাখেন। ধৃতদের উদ্ধার করার জন্য প্রথমে কাঁকসা থানা, পরে বুদ্‌বুদ্ থানা থেকে পুলিশ আসে। রঘুনাথপুরের এক গ্রামবাসীর অভিযোগ, ধৃতরা এলাকার সক্রিয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বলেই পুলিশের এত তৎপরতা। গ্রামবাসীদের সম্মিলিত ক্ষোভের মুখে শেষ পর্যন্ত দুজনকে আটক করতে বাধ্য হয় পুলিশ। ধৃত শেখ কাজল চাপের মুখে গরু চুরির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনের নাম-ঠিকানা জানিয়েছে বলে জানা যায়।

গ্রামের মানুষ দাবি করেছেন, গরু চোরদের সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে। কোনরকম রাজনৈতিক রঙ ও শাসকদলের প্রভাব খাটানো চলবে না।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা ঃ গ্রেফতার যুবক

উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত বকচড়া আবাদের সুমিতা সরদার (নাম পরিবর্তিত) স্থনীয় নিমীচি স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। গত ১৮ই জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সুমিতা ভেবিয়া থেকে টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে কাসেদ আলী মোল্লার বাড়ির সামনে স্থানীয় মিয়ারাজ মোল্লা তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সুমিতার চেঁচামেচিতে মিয়ারাজ তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। সে বাড়িতে এসে বাবা-মাকে সব কথা বলে। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে বকচড়া আবাদের লোকেরা একত্রিত হয়ে মিনাখাঁ থানায় মিয়ারাজ মোল্লার নামে একটি কেস্ দায়ের করে (জি.ডি.ই. ১০৩৮/১৯-৭-১৪)। তাদের বক্তব্য, প্রায়ই আদিবাসী মেয়েদের উপর এরকম হামলা হচ্ছে। সন্ধ্যার পর বাইরে তারা নিরাপদ নয়। মেয়ে পড়তে গেলেও পরিবারের লোকজন আতঙ্কে থাকছে। তাই মিয়ারাজকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি তোলে তারা। কিন্তু মিনাখাঁ থানার পুলিশ বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলে ২০ জুলাই আদিবাসী সমাজের লোকেরা বকচড়া বাজারে বিকাল ৫টা-৬টা পর্যন্ত পথ অবরোধ করে। পুলিশ এসে মিয়ারাজকে গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ ওঠে। রাতে মিনাখাঁ থানার পুলিশ মিয়ারাজ মোল্লাকে গ্রেফতার করে।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

এ আমাদের আংশিক স্বাধীনতা

তপন কুমার ঘোষ

এটা আগস্ট মাস। এই মাসেই হয়েছিল দেশভাগ, পাকিস্তান সৃষ্টি ও খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা। আমাদের ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয়েছে স্বাধীনতা দিবস আনন্দের দিন। কিন্তু মাতৃভূমি ভাগ হওয়াটাও আনন্দের দিন কিনা সে প্রশ্ন ছোটদের মনে কোনদিন উঠতে দেওয়া হয়নি। ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট দেশভাগের কথাটাই ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে আমাদের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে। একটু উঁচু ক্লাসের ইতিহাস বইয়ে যদি বা দেশভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবু সেখানে দেশভাগের যন্ত্রণাকে বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছে। সে রক্তক্ষরণ, সে অপমান, অত্যাচার, সর্বস্ব হারানোর সেই বেদনা, এক কাপড়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে দাঁড়ানোর সেই দুর্ভাগ্যের কাহিনী—এ সবই তো আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল। সেদিকটা চেপে রেখে ছোটদের হাতে কাগজের তেরঙ্গা পতাকা ধরিয়ে দিয়ে গান্ধী, নেহেরু, নেতাজীর ছবিতে মালা দিয়ে বোঝানো হয়েছে ১৫ই আগস্টের দিনটা শুধুই এক আনন্দের দিন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যখন ভাবি যে আমাদের আগের প্রজন্মের মানুষরা অর্থাৎ আমাদেরই বাপ-জেঠারা এই অর্ধসত্যকে, এই ভণ্ডামিকে কী করে মেনে নিয়েছিলেন। আমাদের আগের প্রজন্মের এই মানসিকতাই একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। এই গবেষণা করা আমার সাধ্যের বাইরে।

আমার আজকের লেখার বিষয় দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধেই। কিন্তু তার পরবর্তী অংশ। ছোটবেলায় কাগজের পতাকা হাতে নিয়ে শিখেছিলাম আমরা স্বাধীন হয়েছি। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে বুঝলাম, স্বাধীনতা মানে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা এবং সরকার গঠনের ক্ষমতা অর্জন করা। বিদেশী শাসক নেই, রাজা নেই, আমরাই আমাদের শাসক মনোনীত করছি—স্বাধীনতার এর থেকে বেশি আর কোন অর্থ থাকতে পারে—তা কখনও মাথায় আসেনি বা অনুভব করতে পারিনি। সেই অনুভূতি আসতে আরও অনেকটা সময় লেগেছে। এখন মনে হয় আমাদের স্বাধীনতা ষোল আনায় আট আনাও নয়। স্বাধীনতার কমপক্ষে পাঁচটি ভাগ তো থাকবে! রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা অর্জনের স্বাধীনতা, ধার্মিক স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। বেশি বুঝিয়ে বলতে হবে না যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বেশ কিছুটা আমরা পেয়েছি, কিন্তু বাকি তিনটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আমরা খুব কম পেয়েছি বা একেবারেই পাইনি।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা অনেকটা পেয়েছি বটে, কিন্তু রাজনীতিকে পুনর্গঠনের অধিকার বা স্বাধীনতা আমরা পাইনি। পশ্চিমী ধাঁচের (Model) রাজনৈতিক গঠনতন্ত্রের মধ্যে ব্যক্তি ও দলকে পাল্টানোর ক্ষমতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু এই গঠনতন্ত্রকে পাল্টানোর ক্ষমতা পাইনি। আজ একথা অতি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হলেও এই গণতন্ত্র আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায়নি। তাই অর্থ, মদ, জাতপাত, সম্প্রদায় এবং আরও কয়েকটি ফ্যাক্টর আমাদের জনমতকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে দেয় না। তবুও যা আছে তা মন্দের ভাল।

তারপর আসে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। ভারতে প্রাচীনকালে সম্পদ ও সুখ ছিল। মুসলিম ও খ্রীষ্টান-এই দুই শাসনকালেই আমাদের সুখ ও সম্পদ নষ্ট হয়েছে আর আর্থিক স্বাধীনতাও পুরোপুরি হারিয়েছিলাম। আমাদের স্বাধীনতার বহু পূর্বেই ইংরেজরা বুঝেছিল যে এদেশকে চিরকাল শাসন করা যাবে না। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে শোষণও করা যাবে না। তাই তারা তাদের অনুর্বর ও প্রকৃতি অভিশপ্ত দেশের স্বার্থের কথা ভেবে এমন কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছিল যার ফলে ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়ার পরেও বহুদিন পর্যন্ত পরোক্ষে শোষণ চালিয়ে যাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জায়গা এটা নয়। সংক্ষেপে সেই ব্যবস্থার নাম পুঁজিবাদ যা সাম্রাজ্যবাদের অভিন্ন সহচর। তাই সাম্রাজ্য চলে গেলেও পুঁজিবাদের মাধ্যমে ভারতের উপর খ্রীষ্টান দেশগুলির শোষণ আজও চলছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা এখনও সীমিত।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা অনেকেরই অনেকটাই আছে। জন্মদিনে কেক কাটা, পাবে গিয়ে রাত্রি তিনটে পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা হুল্লোড় করা, গোয়ার সমুদ্র তীরে নগ্নতার প্রতিযোগিতা করা---এগুলোকে বড়জোর পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ বলা যেতে পারে, ভারতের সংস্কৃতি বলা যেতে পারে না। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরণের একটা বড় উদাহরণ—ভ্যালেন্টাইন ডে পালন। ওই দিনটির তাৎপর্য একটুও না বুঝে আমাদের ছেলেমেয়েরা এই দিনটি প্রেমদিবস রূপে পালন করে যার কোন অর্থই হয় না। সাহিত্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, যাত্রা, নাটক, চিত্র ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বিদেশী আধিপত্যের সঙ্গে প্রবল লড়াই করে আমাদের শিল্পী ও কলাকাররা নিজেদের স্বকীয়ত্ব অনেকটাই বজায় রেখেছেন। এগুলো আমাদের সাংস্কৃতিক শক্তি ও উচ্চতার পরিচয়। তার বলেই আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অনেকটা আমরা অর্জন করেছি, যদিও পুরোটা নয়। বৃটিশ আমলে হরিশ্চন্দ্র সিনেমা হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতে গণমাধ্যমে রামায়ণ, মহাভারত আসতে দিন দশক সময় লেগেছে। রামায়ণ, মহাভারত ছাড়া ভারতের সংস্কৃতি হয় কি? অথচ আমাদের স্কুল কলেজে রামায়ণ মহাভারত পড়ানোর ব্যবস্থা নেই। ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ নেই সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব রস আস্বাদন করার। এক কথায় আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আংশিক।

এরপর শিক্ষাগত স্বাধীনতা। নাঃ! দেশব্যাপী ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা এবং ছোট থেকেই ইংরেজি শিক্ষার প্রবল দাবী সত্ত্বেও আমার স্পষ্ট মত এই যে, ইংরেজি ভাষার আধিপত্যই আমাদের বৃহত্তর সমাজকে শিক্ষার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এ বিষয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে বলার জন্য আমার থেকেও অনেক বড় বড় বোদ্ধা আছেন। তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবং তাঁদের নিহিত স্বার্থ (vested interest) আছে কি না এই প্রশ্ন না তুলেই আমি বলতে চাই যে, ইংরেজি ভাষার এই দাপট ও আধিপত্য না থাকলে ভারতের সমস্ত ভাষাগুলিতেই আরও অনেক উন্নত পাঠ্যপুস্তক উচ্চস্তরের পাঠ্যক্রম পর্যন্ত তৈরি করা যেত এবং শিক্ষার হার ও মান অনেক অনেক বেশি বাড়তো। অন্য বহু দেশে এটা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে হয়নি, কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাইনি।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পরাধীনতার চেহারাটা বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্কুল কলেজে ইতিহাসের সিলেবাসে। শিক্ষাদপ্তর থেকে হিন্দুবিরোধী সিলেবাস তৈরির জন্য বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাদপ্তর থেকে সমস্ত ইতিহাস পাঠ্যবই রচনাকারীদেরকে স্পষ্টভাবে লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, ইতিহাসের কোন ঘটনা বিবৃত করার সময় বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীদেরকে খারাপভাবে ও অত্যাচারীরূপে দেখানো যাবে না। অর্থাৎ মহম্মদ-বিন-কাসিম, সোমনাথ লুণ্ঠনকারী সুলতান মামুদ, রামমন্দির ধ্বংসকারী বাবর, নারীলোলুপ আলাউদ্দিন খিলজী, মথুরা-কাশীসহ হাজার হাজার মন্দির ধ্বংসকারী ঔরঙ্গজেবকে সুন্দর, সহনশীল ও উদার চরিত্রের মানুষ হিসাবেই দেখাতে হবে। দিল্লিতে নেহেরু-ইন্দিরার সঙ্গে কম্যুনিস্টদের গভীর আঁতাতের ফলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমাদের ইতিহাসের একই দশা। যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিকরা এদেশের শাসকদের কাছে অপাংক্তেয়। আর তারাচাঁদ, রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিবের মত দরবারী ঐতিহাসিকরা শাসকদের মাথার মণি। ইতিহাস ছাড়াও সাহিত্যেও আমাদের হাজার হাজার বছরের শত-সহস্র মহান চরিত্রের কথা ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয় না। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক, নচিকেতা, আরুণি, সত্যকাম, হরিশচন্দ্র, শিবিরাজা, অহল্যাবাঈ, চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত, বিদ্যারণ্য, রামদাস, শঙ্করাচার্য্য, আধুনিক যুগেও বুনো রামনাথ, রাজনারায়ণ বসু, রাণী রাসমণি, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন—এরকম অসংখ্য চরিত্র, অসংখ্য জীবন কাহিনী, যা জানলে আমাদের নবীন প্রজন্ম চরিত্রবান হবে, দেশভক্ত হবে, আত্মবিশ্বাসী হবে, সে সমস্ত কিছুকে বাদ দেওয়া হয়েছে, চেপে রাখা হয়েছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে, ইসলামিক বাংলাদেশে অতি দুর্বল সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিজ ধর্মশিক্ষার যেটুকু স্বাধীনতা ও সুযোগ রয়েছে, স্বাধীন ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সেই স্বাধীনতাটুকুও নেই।

এবার আসি আমাদের ধার্মিক স্বাধীনতার কথায়। আমরা ভারতীয়রা ধার্মিক স্বাধীনতা চার আনা পেয়েছি। আমরা ধার্মিকভাবে বারো আনাই পরাধীন। এই পরাধীনতার তালিকা সীমাহীন। তারমধ্যে শুধু একটি বিষয় আমাদের ধার্মিক পরাধীনতাকে বড় প্রকট করে তোলে। আমাদের মহান সংবিধানের ৩০ নং ও ৩০(এ) নং ধারা। এই ধারা দুটি কোন স্বাধীন দেশের সংবিধানে যে থাকতে পারে এটা কল্পনা করাও কঠিন। এই দুটি ধারাতে বলা হয়েছে যে ভারতে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের নিজ ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়গত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ও পরিচালনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নাম হবে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ঐ দুটি ধারাতেই কোথাও সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা বা মাপকাঠি দেওয়া হল না। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এইরকম—দশজন মুসলমান বা দশজন খ্রীষ্টান মিলে একটি কমিটি করল। এই কমিটি একটি স্কুল স্থাপন করল হিন্দু প্রধান এলাকায়। ছাত্রছাত্রীরা সবাই হিন্দু। একজনও খ্রীষ্টান নেই। কিন্তু পরিচালন সমিতির সদস্যরা খ্রীষ্টান বলে সরকারের শিক্ষাদপ্তরের একটি ফর্ম ফিল-আপ করে তারা জানিয়ে দিল যে এটা সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এইবার তারা স্কুলে তাদের মনোমত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করল। স্কুলের কিছু নিয়মকানুন তৈরি করল। ছাত্রছাত্রী ভর্তি হল। স্কুল চালু হয়ে গেল। স্কুলে গিয়েই ছোট ছোট হিন্দু ছেলেমেয়েরা প্রেয়ারের সময় বাইবেলে বর্ণিত প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলো এবং প্রভু যীশু ও মাতা মেরীর গুণগান করতে লাগলো। প্রার্থনা ছাড়াও পৃথক ক্লাসে তাদেরকে বাইবেলের পাঠ দেওয়া হতে থাকলো এবং হিন্দু ধর্ম কত খারাপ, কত কুসংস্কারচ্ছন্ন এবং খ্রীষ্টান ধর্ম কত মহান সে সব শিক্ষাও দেওয়া হতে লাগলো। কচিকাঁচাদের মনের উপর এক গভীর ছাপ পড়ল নিজ ধর্মকে অশ্রদ্ধা ও খ্রীষ্টান ধর্মকে শ্রদ্ধা করার। আর যে সব কচিকাঁচাদের মনে এই ছাপ পড়ল তারা সবাই হিন্দু, কেউ খ্রীষ্টান নয়। অর্থাৎ খ্রীষ্টানিকরণের এক নির্লজ্জ প্রয়াস হতে লাগলো আমাদের সংবিধান প্রদত্ত সংখ্যালঘু অধিকারের নামে। আর ঐ স্কুলের শিক্ষকদেরকে মাইনে দিচ্ছে আমাদের সরকার। অর্থাৎ হিন্দু জনগণের ট্যাক্সের টাকায় হিন্দু শিশুদের মনে নিজ ধর্ম সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা, খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নির্মাণের ব্যবস্থা—এর নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। এর নাম সংখ্যালঘুদের অধিকার। আর যে সব সরকারি স্কুলে বা প্রাইভেট স্কুলে সরকার নির্ধারিত পাঠ্যক্রমে আমাদের সন্তানরা পড়ছে, সেখানেও তাদেরকে রামায়ণ, মহাভারতের কোন গল্প পড়ানো হল না, উপনিষদের গল্প শোনানো হল না, বেদ-পুরাণ-ষড়দর্শন সম্বন্ধে কোন শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করার চেষ্টা করা হল না। কারণ এ সবই নিষেধ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায়। যোগফল—সরকারি স্কুলে ও সরকারি পাঠ্যক্রমে হিন্দুর সন্তানেরা হিন্দু ধর্ম জানবে না, শিখবে না, শ্রদ্ধাবান হবে না। আর সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু অধিকারের অস্ত্র দিয়ে হিন্দু সন্তানকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাবান তৈরি করে তাকে ধর্মান্তরকরণের দিকে এগিয়ে দেওয়া হবে। একজনও সংখ্যালঘু ছাত্র বা ছাত্রী না থেকেও একটি প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক মর্যাদা পাবে ও হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করার কাজ আইনসম্মত ভাবে করতে পারবে। এটাকে কি ধর্মীয় স্বাধীনতা বলা যায়?

এছাড়া অন্য উদাহরণ---শেষ নেই। হজে ভর্তুকি, হিন্দু তীর্থযাত্রায় ভর্তুকি নেই—বরং বেশি করে ট্যাক্স। কুম্ভমেলা ও গঙ্গাসাগর তার উদাহরণ। মন্দিরের মাথায় মাইক লাগবে না, মসজিদের মিনারে মাইক বাজানোর অবাধ অনুমতি, হিন্দুদের দুর্গাপুজোয় দশরকম দপ্তরের NOC চাই, ঈদের প্যাণ্ডেলের জন্য কিছু চাই না। প্রতি শুক্রবার সারা দেশে হাজার হাজার জায়গায় রাস্তা বন্ধ করে, মানুষের যাতায়াতকে বিঘ্নিত করে নামাজ পড়া, হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় পুলিশের রক্তচক্ষু। মসজিদের সামনে দিয়ে আমাদের বিসর্জনের শোভাযাত্রার বাজনা বন্ধ, মাইক বন্ধ। আর বিখ্যাত তীর্থ তারাপীঠের সরু গলিতে, যেখানে একজনও মুসলমানের বাস নেই, মহরমের শোভাযাত্রা। হিন্দুদের শবদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় মসজিদ ও কবরস্থানের পাশে হরিনামটুকু পর্যন্ত বন্ধ করতে বাধ্য হওয়া। আমাদের প্রায় সমস্ত পুজোতে বহু স্থানে মুসলিম দুষ্কৃতির আক্রমণ, মূর্তি ভেঙে দেওয়া, মন্দির অপবিত্র করা, মন্দিরে গোমাংস ফেলা। বিসর্জনের শোভাযাত্রার উপর বার বার আক্রমণ, হোলিতে রং দেওয়া নিয়ে আক্রমণ, হিন্দুর দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করা, শ্মশানের জমি দখল করা, ছবিতে, নাটকে, যাত্রায়, সিনেমায়, সাহিত্যে হিন্দু দেব-দেবী ও সাধু-সন্তদেরকে নিয়ে অশ্লীল ব্যঙ্গ করা, মকবুল ফিদার নোংরা ছবি, হিন্দুধর্ম নিয়ে টিভিতে মীরের বদমায়েসী, সব ভাষায় জাকির নাইকের সিডিতে হিন্দু ধর্মের অপমান, অমরনাথ যাত্রায় বারবার আক্রমণ—তালিকা আর কত দীর্ঘ করব। এই সমস্ত দেখে কি ভাবা যায় যে আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতা পেয়েছি? মন্দির অধিগ্রহণ করে হিন্দু মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও প্রণামির টাকা সরকার হস্তগত করছে। কিন্তু কোন মসজিদ-মাজারের সম্পত্তিতে হাত দেওয়ার সাহস নেই। হিন্দুর শ্মশানের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে। দেবোত্তর সম্পত্তি দখল হয়ে যাচ্ছে। মুসলিমদের পুরানো কবরস্থানের সীমা বেড়ে যাচ্ছে হিন্দুর সম্পত্তি বা সরকারি জায়গা দখল

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩ পাতার শেষাংশ

এ আমাদের আংশিক স্বাধীনতা

করে। ওয়াকফের নামে অনাচার চলছে। সরকারি রাস্তা, ব্রিজ ইত্যাদি তৈরি করতে শত শত মন্দির ভাঙা পড়ছে। কিন্তু মসজিদ বা মাজার অক্ষত থাকছে। এসব কিছুকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে চালানো হলেও এগুলি হিন্দুর ধার্মিক পরাধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের সমস্ত টোল বন্ধ হয়ে গেল, বিশ্বের সমস্ত ভাষার জননী সংস্কৃত পরিত্যক্ত, অবাঞ্ছিত। রাজ্যে রাজ্যে উর্দুর দাপট—এগুলো কি আমাদের ধার্মিক ও শিক্ষাগত স্বাধীনতার নমুনা? পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি নয়, উর্দু দ্বিতীয় রাজ্যভাষা। আবার বহু বাঙালি অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডে বাংলা নয়, সেখানেও উর্দু দ্বিতীয় রাজ্যভাষা।

বহু স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ হয়ে যাওয়া, নবী দিবস ও ইসলামি জালসা স্কুল কলেজের ভিতর চালু হওয়া, শুক্রবার নামাজের জন্যে অতিরিক্ত টিফিন টাইম, স্কুলের ভিতরে নামাজ ঘর তৈরির দাবী। ছাত্রাবাসে এক শতাংশ মুসলিম ছাত্রের জন্য হিন্দু ছাত্রকে ইসলামিক হালাল খাদ্য খেতে বাধ্য করা, নামাজের সময় আমাদের ধার্মিক অনুষ্ঠানের মাইক বন্ধ করা। ছাত্রীদের হস্টেলে অমুসলিম ছাত্রীদেরকে রোজার সময় দিনে উপোস থাকতে বাধ্য করা।

জীবনের পাঁচটি ক্ষেত্রে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি কোন্ ক্ষেত্রে কতটুকু স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি। তাই এই আগস্ট মাসে, স্বাধীনতার মাসে আর একবার বিশ্লেষণের খুবই প্রয়োজন আছে যে, এ স্বাধীনতা কোন্ স্বাধীনতা, কার স্বাধীনতা, কতটা স্বাধীনতা? বিশেষ করে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম—এই তিনটি ক্ষেত্রে আমরা এখনও অনেকটা পরাধীন। কিন্তু এখন আমরা কাদের কাছে পরাধীন? বিদেশী শাসকরা তাদের এজেন্টদেরকে এদেশে রেখে গিয়েছে। তাদের কাছেই আমরা এখনও পরাধীন। এই পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। তবেই স্বাধীনতা পূর্ণ হবে। তা না হলে আমরা যে শুধু পরাধীন থাকব তা-ই নয়, আমাদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হয়তো ভারত থাকবে, কিন্তু হিন্দু থাকবে না। তাই ভারতের যুব সমাজকে, নবীন প্রজন্মকে আর একবার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানাতে হবে। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাপ্ত পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্পও আজ আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

নাবালিকা পায়েল মণ্ডলকে অপহরণের চক্রান্ত ঃ গণধোলাই-এ নিহত অভিযুক্ত ইমরান

সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে বেছে বেছে হিন্দু মেয়েদের সাথে মুসলিম যুবকদের ভালোবাসার নামে লাভ জেহাদ বেড়েই চলেছে। এবার বলি হতে চলেছিল দঃ ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার জারদহ গ্রামের (কালিকাপুর) নিমাই মণ্ডলের নাবালিকা কন্যা পায়েল মণ্ডল। বয়স ১৫, দশম শ্রেণীর ছাত্রী। পাশের গ্রাম বেনিয়াবউ। ঐ গ্রামের বাসিন্দা ইমরান লস্কর, পিতা আজগার লস্কর। স্কুলে পড়াকালীন পায়েলের পিছনে ইমরান ঘুরে বেড়াত এবং তাকে সকল সময় উত্যক্ত করত। পায়েল ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারত না। এইভাবে ইমরান পায়েলকে একদিন বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তখন পায়েল তার বাবা-মাকে গোটা ব্যাপারটা জানায়। তারপর থেকে পায়েলের বাবা-মা'র কাছে বিভিন্নভাবে হুমকি আসতে থাকে। তখন তারা মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে সবাই মিলে পায়েলের মামার বাড়ি ঘুঁটিয়ারী শরিফ (গৌরদহ) চলে যায়।

ইমরান খোঁজ করে পায়েলের মামার বাড়ি চিনে ফেলে এবং প্রতিনিয়ত সেখানে যেতে থাকে। তাকে আবার একই ভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। গত ২৬ জুলাই ইমরান ও তার সাথে আরও কিছু ছেলে পায়েলের মামার বাড়ির আশেপাশে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। সেই সময় স্থানীয় লোকজন ব্যাপারটা দেখে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অপহরণের চক্রান্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন স্থানীয় লোকেরা তাদের আটক করার চেষ্টা করলে ইমরান এবং তার সঙ্গীসাথীরা তাদের উপর চড়াও হয়। এই সংঘর্ষে ইমরান গুরুতর আহত হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তি হওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় ৩রা জুলাই রাতে ইমরানের মৃত্যু হয়। ইমরানের উপর এই হামলার অভিযোগে পায়েল মণ্ডলের বাবা ও দাদুর বিরুদ্ধে জীবনতলা থানায় কেস করে ইমরানের বাড়ির লোকেরা। পুলিশ এই অভিযোগের ভিত্তিতে নিমাই মণ্ডল ও সোনা সরদারকে গ্রেফতার করেছে।

৪ জুলাই ইমরানের এই মৃত্যুর প্রতিবাদে তার পরিবারের লোকেরা কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনে বেশ কিছু ট্রেন অবরোধ করে। এছাড়া নিমাই মণ্ডলের স্টেশন সংলগ্ন কচুরির দোকান ও বেশ কিছু বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বিক্ষোভকারীরা।

নাবালিকা ছাত্রীকে বিক্রির অভিযোগে ধৃত যুবক

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকা ছাত্রীকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত আসলাম আহমেদ মহেশতলা পুরসভার ১৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পুলিশকে আসলাম জেরায় জানিয়েছে, দু লক্ষ টাকার বিনিময়ে সে সল্টলেকের একটি মধুচক্রের আসরে নিয়ে গিয়ে বেচে দেয় ওই স্কুলছাত্রীকে। আসলামকে সঙ্গে করে নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পুলিশের একটি দল রবিবার সারারাত সল্টলেকের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়েও স্কুলছাত্রীটির কোন হদিশ পায়নি। যে বাড়িতে সে মেয়েটিকে বিক্রি করে, সেই বাড়িটি ছিল তালাবন্ধ। এমন কি যার হাতে মেয়েটিকে তুলে দেওয়া হয়, তার মোবাইল ফোন বন্ধ বলে আসলামের দাবি।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নাবালিকা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। গত ৬ই জুন স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে সে আর বাড়ি ফেরেনি। কোথাও খোঁজ না পেয়ে বাড়ির লোকেরা পুলিশে খবর দেয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে মেয়েটিকে আসলাম আগে থেকেই চিনত। ৬ তারিখ থেকে সে ও নিখোঁজ। অভিযোগ, কয়েকদিন আগে মেয়েটির বাবার মোবাইলে একটি অপরিচিত গলায় হুমকির ফোন আসে। তাতে বলা হয়, ৫ লক্ষ টাকা দিলে মেয়েকে ছাড়া হবে। পুলিশকে সে কথা বাড়ির লোকেরা জানায়।

পুলিশ জানায়, রবিবার (২০-৬-২০১৪) গোপনে আসলাম এলাকায় ফেরে। খবর পেয়ে পুলিশ তাকে আটক করে। জেরায় পুলিশকে আসলাম জানায়, ৬ জুন সে ওই ছাত্রীকে স্কুলের গেট থেকে ডেকে নিয়ে যায়। পরে তাকে অচৈতন্য করে নিয়ে যাওয়া হয় সল্টলেকের ওই বাড়িতে। ছাত্রীর পরিবার এবং পুলিশের সন্দেহ মেয়েটিকে ভিনরাজ্যে পাচার করে দেওয়া হয়েছে। ডিএসপি (শিল্পাঞ্চল) অজয় মুখোপাধ্যায় জানান, আসলামকে জেরা করে আসল তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।

(সূত্র ঃ এই সময়, ২২শে জুলাই ২০১৪)

মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ কলকাতায় গ্রেপ্তার হল ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের চাঁই মহঃ জাহিদ হোসেন

পশ্চিমবঙ্গ যে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা আবার প্রমাণিত হল মহম্মদ জাহিদ হোসেনের গ্রেপ্তারে। গত ২ জুলাই, বুধবার রাতে কলকাতা রেল স্টেশন থেকে মহম্মদ জাহিদ হোসেনকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। তার কাছ থেকে দেড় লক্ষ টাকার জাল নোট, একে-৪৭ রাইফেলের ৪০টি গুলি, ডিটোনেটরের তার, ব্যাটারি, কিছু সিমকার্ড, মোবাইল এবং বিস্ফোরক মিলেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। আইএম এবং সিমি-র বেশ কিছু সদস্যের ফোন নম্বরও জাহিদের মোবাইলগুলি থেকে মিলেছে বলে গোয়েন্দাদের দাবি। পুলিশের বক্তব্য, বাংলাদেশে ইকবাল ভটকলের প্রধান 'লিঙ্কম্যান' ছিল এই জাহিদ। ইকবালের নির্দেশমতো ঢাকার মীরপুরে ঘাঁটি গেড়ে অন্তত দশ বছর ধরে সে আইএম-এর কাজকর্ম চালাতো। পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ভারতের নানা জায়গায় বিস্ফোরক ও জাল নোট সরবরাহের সে-ই অন্যতম মাথা।

এই জাহিদ হোসেন জঙ্গি সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (আইএম)-এর প্রধান ইকবাল ভটকলের ঘনিষ্ঠ অনুচর। বাংলাদেশে আইএম সংগঠনের এক নম্বর লোক সে। বিস্ফোরক ও জাল নোট পাচারে তার বড় ভূমিকা রয়েছে বলে সন্দেহ করছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। বৃহস্পতিবার জাহিদকে ব্যাঙ্কশাল আদালতের চিফ্ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তোলা হয়। বিচারক ১৬ জুলাই পর্যন্ত জাহিদকে পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশে দেন। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রদ্রোহ, নোট জাল করা ও বেআইনি অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এনআইএ-ও তাকে জেরা করতে পারে।

গোয়েন্দাদের অনেকের মতে, ৫৭ বছরের জাহিদ আদতে বাংলাদেশি, নদিয়া সীমান্তে চুয়াডাঙ্গায় তার আসল বাড়ি। আবার এক গোয়েন্দা অফিসারের কথায়, জাহিদ পাকিস্তানিও হতে পারে। তবে সে যে ঘন ঘন বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে গিয়ে ইকবাল ভটকলের সঙ্গে দেখা করত, সে ব্যাপারে নিঃসংশয় হয়েছে এসটিএফ পুলিশ। গোয়েন্দারা বলেন, ধরা পড়ার কিছুক্ষণ আগেও সে ফোনে আইএম-এর প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছে। পাকিস্তানে ভারতীয় জাল নোটের সবচেয়ে বড় কারবারির সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নদিয়ার আনোয়ার হোসেন মল্লিকের মাধ্যমে বিস্ফোরক পাঠাত জাহিদ। আনোয়ার কলকাতায় এসে সেই বিস্ফোরক তুলে দিত আইএম-এর তদানীন্তন 'অপারেশনাল চিফ' ইয়াসিন ভটকলের হাতে। গোয়েন্দাদের একাংশের ধারণা, এই বিস্ফোরক দিয়েই ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে পুণের জার্মান বেকারিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। জাহিদকে জেরা করে বিস্ফোরক পাচারের বিষয়ে নতুন একটি তথ্য জেনেছে পুলিশ। এর আগে ২০০৯-এ বাংলাদেশ থেকে দু'বার ১৫ কেজি করে বিস্ফোরক আসার খবর স্বীকার করেছিল আনোয়ার বা ইয়াসিন। কিন্তু জাহিদ পুলিশকে জানিয়েছে দু'বার নয়, ২০০৯ সালেই সে আরও এক বার ১৫ কেজি বিস্ফোরক পাঠিয়েছিল আইএম-কে। অর্থাৎ শুধু ২০০৯ সালেই তিন দফায় বাংলাদেশ থেকে বিস্ফোরক এসেছিল ভারতের আইএম-এর কাছে। আর তা পাচার হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ হয়েই।

চোদ্দ বছরের সুনীতাকে অপহরণ করলো লাভ জেহাদী

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণনগর গ্রামের ১৪ বছরের এক কিশোরীকে অপহরণ করলো লাভ জেহাদী বাবু মণ্ডল। গত কয়েক মাসে এই জেলায় বেশ কয়েকটি অপহরণের ঘটনা ঘটলো। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লাভ জেহাদের শিকার হয়েছে হিন্দু কিশোরী যুবতী মেয়েরা।

শ্রীকৃষ্ণনগর গ্রামের শ্রীমতি উমা হালদারের ১৪ বছরের কন্যা সুনীতা হালদার। স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণনগর হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুনীতা। প্রতিদিনের মতো ২১শে জুলাই সাড়ে দশটা নাগাদ সে স্কুলে বেরোয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও সুনীতা বাড়ি ফেরে না। এলাকার লোকেদের খবর দিলে তারা আশেপাশে ও সুনীতার বন্ধুদের কাছে খবর নিয়ে জানতে পারে ঐদিন সুনীতা স্কুলেই যায়নি।

পরবর্তী সময়ে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারা যায় যে পাশের চাতরা গ্রামের বাবু মণ্ডল (পিতা ইয়ারালি মণ্ডল) সুনীতাকে অপহরণ করেছে। এই কাজে বাবু মণ্ডলের বাবা ইয়ারালি মণ্ডল ও তার তিন দাদার (জিয়ারুল হক মণ্ডল, সিরাজুল মণ্ডল, আজিজুল মণ্ডল) প্রত্যক্ষ মদত আছে। ইতিমধ্যে বাবু মণ্ডলের নিজের হাতের লেখা একটি চিঠি পাওয়া যায়। যাতে সে শ্রীকৃষ্ণনগর গ্রামের সকলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, পারলে তার কাছ থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। এরই ভিত্তিতে উমাদেবী জয়নগর থানায় বাবু মণ্ডল ও তার বাবা, দাদার নামে একটি কেস দায়ের করে। কেস নং জিডিই ২৩১১/১৪।

২৫শে জুলাই হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ শ্রীকৃষ্ণনগর গ্রামে গিয়ে উমাদেবীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করেন সুনীতাকে তার কোলে ফিরিয়ে দিতে সমস্তরকম সাহায্য করবেন।

নিউ মার্কেটে শ্লীলতাহানি তরুণীর ঃ অভিযুক্ত আজবুল আনসারীকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ

শ্লীলতাহানির অভিযোগ জানাতে এসে সারা রাত নিউ মার্কেট থানায় বসে থাকতে হল ২২ বছরের এক তরুণীকে। গত ২৬ জুলাই রাতে নিউ মার্কেটে বাজার করতে এসে শ্লীলতাহানির শিকার হয় ওই তরুণী। রাস্তার এক হকার, মহম্মদ আজবুল আনসারী সর্বসমক্ষে তার শ্লীলতাহানি করে এবং নিজের মোবাইলে তার ও তার বোনের ছবি তুলে রাখে বলে নিউ মার্কেট থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে ওই তরুণীকে থানায় চার ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়। কলকাতার নিউ মার্কেটের মত এলাকায় এই ধরনের ঘটনা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের ভূমিকা কলকাতায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির করুণ অবস্থাটাকেই তুলে ধরছে।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যকেই সমর্থন জানাচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যকেই সমর্থন জানাচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানো নিয়ে মোদীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্য বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে সমস্যার কথাই তুলে ধরেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রের বক্তব্য, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও বেসরকারি হোমগুলিতে মোট ২১১ জন বাংলাদেশী শিশু ও কিশোর-কিশোরী রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে বেআইনিভাবে এ দেশে ঢোকার সময় পুলিশ বা বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় তাদের অভিভাবকদের স্থান হয়েছে জেলে। নাবালকদের এই সব হোমে রাখা হয়েছে। তাদের এখনও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়নি। এর বাইরেও বহু শিশু ও কিশোর-কিশোরী রয়েছে, যাদের নাগরিকত্ব এখনও চিহ্নিত হয়নি। তাদের মধ্যেও অনেকে বাংলাদেশী বলে সন্দেহ প্রশাসনের।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলছে, গোটা দেশেই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যা বেড়েছে। যার ফলে দেশের জেলগুলিতে বাংলাদেশীদের সংখ্যা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। কেন্দ্রের মতে, দেশের সমস্ত জেলে প্রায় ৭ হাজার বিদেশী নাগরিক বন্দি রয়েছেন, যার মধ্যে ৪ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশী। দশ বছর আগে, ২০০৪ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ২৮৫৮ জন। তার পরের দশ বছরে বন্দি সংখ্যা ৪ হাজারের উপরে চলে যাওয়া থেকেই স্পষ্ট, সীমান্তে কাঁটাতার বসালেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি।"

নরেন্দ্র মোদীর দাবি, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে তিনি নতুন কিছু বলছেন না। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা পি এম সঈদ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত-সহ অনেকেই সংসদে দাঁড়িয়ে অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছিলেন। মোদী জানিয়েছেন, ২০০৫-এর আগস্ট সংসদে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে তুমুল শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে দিন মমতার অভিযোগ ছিল, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা সিপিএমের ভোটব্যাঙ্ক। তাই বাম সরকার এ নিয়ে সরব নয়। মোদী প্রশ্ন তুলেছেন, ''মমতা যা বলেছিলেন, আমি সে কথাই বলছি। আমি বলতেই সাম্প্রদায়িক হয়ে গেলাম?"

মমতার অভিযোগ, মোদী হিন্দু ও মুসলমান বাংলাদেশী শরণার্থীদের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তাদের অবশ্য যুক্তি, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে কোনও ধর্মীয় ভেদাভেদ করা হয় না। যাঁরা বেআইনি ভাবে এ দেশে ঢুকতে গিয়ে বা থাকার জন্য ধরা পড়েন, তাঁদের সকলকেই ফেরত পাঠানোর চেষ্টা হয়। কেন্দ্রের কর্তারা জানিয়েছেন, মোদীর নিজের রাজ্য গুজরাত এবং পাশের রাজ্য মহারাষ্ট্রেও আটক হওয়া বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বেড়েছে। এমনকী দক্ষিণের রাজ্যগুলিতেও বেড়েছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, অনুপ্রবেশকারীরা যে বাংলাদেশ থেকে বেআইনি ভাবে এ দেশে এসেছেন এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব ভারত সরকারেরই। ভারতের আদালতে সে কথা প্রমাণ করতে পারলেও ঢাকাকে সে কথা বোঝানো প্রায়শই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

জেলে থাকা সাবালক অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে তাও আইনি প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু, হোমে থাকা বাংলাদেশী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ফেরত পাঠানোর জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হোমে আটকে থাকা বাংলাদেশী শিশুদের বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রককে জানানো হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি-হাইকমিশনারকে জানানো হয়েছে, যাতে এদের পরিচয় পরীক্ষা করে দ্রুত ফেরত পাঠানো যায়। পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি দফতরগুলিকেও এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষকে হুমকি

মানিকগঞ্জে বালিয়াটি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরিমুক্তানন্দ মহারাজকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত ১১ই জুলাই সন্ধ্যায় মহারাজের উপর হামলা চালানো হয়, যাতে স্বামীজি গুরুতর আহত হন। এই হামলা চালায় বালিয়াটির আওয়ামী লীগের সভাপতি মহম্মদ রুহুল আমিন, তার সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হক। তারাই এখন প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছেন। স্বামীজি সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে জানান দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বেদখল হয়ে যাওয়া ৮১ শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি মিশনের কর্তৃত্বে আসে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রুহুল আমিনরা। যে কোন মূল্যে এই সম্পত্তি দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি মিলনকান্তি দত্ত সংবাদমাধ্যমকে জানান, মিশনের বেদখল হয়ে যাওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি আইনগত প্রক্রিয়ায় উদ্ধার করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত মিশনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এতেই প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওই নেতারা মহারাজের উপর হামলা চালায়। মহারাজকে এলাকা ছাড়ার ও প্রাণনাশের ক্রমাগত হুমকি দিয়েছে তারা। আর এদের সাথে হাত মিলিয়েছেন বি.এন.পি.-র কিছু নেতাও। মানিকগঞ্জ জেলার আওয়ামী লিগের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মজিদও এই হামলা ও হুমকির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বালিয়াটিতে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আট বছরের শিশুকে ধর্ষণ ঃ ধৃত আব্দুল গফ্‌ফর

মেমারি থানার নিমো ১নং পঞ্চায়েতর আব্দুল গফ্‌ফারের বয়স ৫০। ২২ জুলাই সকালে পাশের বাড়ির আট বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার এই আব্দুল গফ্‌ফর। ঐ দিন সকালে শিশুটির মা-বাবা কাজে গেলে সেই সুযোগে গোয়ালঘরের মধ্যে শিশুটিকে ধর্ষণ করে এই বৃদ্ধ। জানাজানি হলে স্থানীয় মানুষ আব্দুল গফ্‌ফারের বাড়ি ঘেরাও করে। পরে মেমারি থানার পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

টিটাগড়ে ৬ বছরের বালিকা ধর্ষিতা

গত ২১ জুলাই টিটাগড় মুচিপাড়ায় ধর্মেন্দ্র খটিকের ৬ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করল খুরশিদ আলি। তিন সন্তানের পিতা খুরশিদ বিপত্নীক। তার বিরুদ্ধে এর আগেও ২-৩ বার ধর্ষণের অভিযোগ আছে, যদিও তা থানায় নথিভুক্ত হয়নি। এবার ধর্ষণের ঘটনা হিন্দু সংহতির সমর্থকরা জানতে পারায় তারা বি.টি.রোড অবরোধ করে। খুরশিদ গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু ধর্ষককে একদিনের জন্যেও পুলিশ হেফাজতে না নেওয়ায় এলাকাবাসী সন্দিগ্ধ যে ধর্ষিতা ন্যায়বিচার পাবে কিনা।

দুষ্কৃতির হাতে আক্রান্ত করাতকল শ্রমিক ঃ মূল অভিযুক্ত বাপ্পা শেখ এখনও অধরা

আক্রান্ত দেবু প্রামাণিক

গত ৭ জুলাই ২০১৪ তারিখ সন্ধ্যাবেলা পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হলেন নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নতুনহাট নিবাসী দেবু প্রামাণিক।

সূত্রের সংবাদ অনুসারে স্থানীয় একটি করাতকলের শ্রমিক দেবু প্রামাণিক ঐদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তার পাওনা টাকা চাইতে যান জনৈক বাপ্পা শেখের কাছে। ঐ সময় মদ্যপানরত বাপ্পা শেখ এবং তার সাথী কালু শেখ তার উপর চড়াও হয় এবং মদের বোতল দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। আঘাত গুরুতর হওয়ায় স্থানীয় শান্তিপুর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দেবু প্রামাণিকের দাদা রাজু প্রামাণিক ৯ জুলাই শান্তিপুর থানায় একটি কেস দায়ের করেন (কেস নং ৩১৬/১৪)। পুলিশ বাপ্পা শেখ এবং কালু শেখের বিরুদ্ধে আইপিসি ৩৪১, ৩২৫, ৩৪ ধারায় কেস শুরু করলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিযুক্তদের কাউকেই গ্রেপ্তার করে নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন থেকেই এই বাপ্পা শেখ দেবু প্রামাণিককে কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিল। দেবু প্রামাণিকের অভিযোগ এই বাপ্পা শেখ বেশ কিছুদিন থেকেই তাকে 'হিন্দুর বাচ্চা' বলে সম্বোধন করছিল এবং প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছিল।

অপহরণ করে মুম্বই-এ বিক্রি করা হল নাবালিকাকে

দঃ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার নাগরতলা গ্রামের উদয় হালদারের নাবালিকা কন্যা অমলা হালদারকে অপহরণ করে মুম্বইয়ে বিক্রি করার চাঞ্চল্যকর ঘটনার অভিযোগ উঠল। অভিযুক্তরা এখনও অধরা।

সূত্রের খবর অনুযায়ী গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বিকেল ৫টা নাগাদ উদয় হালদারের ১৫ বছরের নাবালিকা কন্যা অমলা হালদারকে জরির কাজে সাহায্য করার অছিলায় বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় জনৈক মুসলিমা বিবি। এরপর অমলা বাড়ি না ফেরায় খোঁজখবর শুরু হয় এবং ৬ ফেব্রুয়ারি জীবনতলা থানায় একটি মিসিং ডায়েরি (জিডিই নং ২৪৬/২০১৪) করা হয়। ধীরে ধীরে জানা যায় যে মুসলিমা বিবির বাড়ি থেকে তালদি-র বাসিন্দা জনৈক আলাউদ্দিন সরদার তাকে অপহরণ করেছে। এই ঘটনায় মুসলিমা বিবির প্রত্যক্ষ মদতের অভিযোগ উঠেছে। অমলাকে অপহরণ করে নাগরতলা গ্রামের বাসিন্দা জনৈক হামিদা বিবির মাধ্যমে মুম্বই নিবাসী হুমায়ুন সরদার নামক এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। জীবনতলা থানায় এই মর্মে বারবার খবর দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে অমলার বাবা উদয় হালদার জানিয়েছেন। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত গত ১১ মার্চ ২০১৪ তারিখে আলিপুর কোর্টে (এসিজেএম) একটি কেস (কেস নং ৭৬৩/১৪) দায়ের করেন উদয় হালদার। উদয়বাবুর অভিযোগ সংশ্লিষ্ট এলাকায় নারীপাচারের একটি দল সক্রিয় এবং তারা প্রেমের ফাঁদে ফেলে অথবা অন্য অনেক পদ্ধতিতে কমবয়সী মেয়েদের রাজ্যের বাইরে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাচার করে থাকে। এই চক্র উদয় হালদার ও তার পরিবারকে তাদের অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য লাগাতার হুমকি দিয়ে চলেছে, এমন কি মৃত্যুভয়ও দেখাচ্ছে বলে জানিয়েছেন উদয় হালদার। এরপর গত ২২ এপ্রিল এবং ৬ মে দঃ চব্বিশ পরগণার পুলিশ সুপারের কাছে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেন উদয় হালদার। সেই অভিযোগের প্রতিলিপি হোম সেক্রেটারি, ডিজিপি এবং ক্যানিং-এর এসডিপিও-র কাছেও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার খবর পাওয়া যায় নি।

উলুবেড়িয়ায় কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানি ঃ গ্রেপ্তার গফ্‌ফর আলি

শ্লীলতাহানি ও মারধোরের ঘটনায় অভিযুক্তদের না ধরার প্রতিবাদে থানার সামনে ধর্ণায় বসলেন নির্যাতিতা কলেজছাত্রী। ১৭ জুলাই রবিবার হাওড়ার উলুবেড়িয়ার ঘটনা। সকাল থেকে দিনভর ধর্ণা চালানোর পর বিকেলে গফ্‌ফর আলি নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে বাকি চার অভিযুক্ত এখনও অধরা। স্থানীয় খলিসানি এলাকার বাসিন্দা উলুবেড়িয়া কলেজের বাংলা অনার্সের প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রীকে গত কয়েক মাস ধরে ওই এলাকারই কয়েকজন যুবক নানাভাবে উত্যক্ত করতো। প্রথম প্রথম সে কিছু না বলায় তাদের দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে যায়। গত সপ্তাহে এই ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তিনি। প্রতিবাদ করেন। তখনই অভিযুক্তরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। গত বুধবার সন্ধেয় ওই ছাত্রী টিউশন নিয়ে ফেরার সময় তারা তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায়। তাঁর

ব্যাগ, ওড়না এমনকি হাত ধরে টানাটানি শুরু করে। ৫-৬ জন মিলে তাঁর শ্লীলতাহানি করে বলেও অভিযোগ। হাত ছাড়িয়ে কোনও মতে তাদের নাগাল এড়িয়ে দৌড়ে বাড়ি চলে আসে বছর কুড়ির ওই তরুণী। এরপর সেদিনই গভীর রাতে অভিযুক্ত যুবকরা তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে হুমকি দেয়। পরের দিন বৃহস্পতিবার হুমকি অগ্রাহ্য করে ওই কলেজ ছাত্রী উলুবেড়িয়া থানায় গিয়ে অভিযুক্ত পাঁচজনের নামে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত জালালপুরের রথের মেলা বন্ধ হয়ে গেল

মালদা জেলায় হিন্দুর ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি ক্রমেই বিপন্ন হয়ে চলেছে। তিন বছর আগেও সেখানে বিরাট রথযাত্রার মেলা অনুষ্ঠিত হত। মালদা সহ উত্তরবঙ্গ জুড়ে এই মেলা প্রসিদ্ধ ছিল। কালিয়াচক ১নং ব্লকের জালালপুরের এই মেলা এখন বন্ধ। কারণ মুসলিম দুষ্কৃতিদের দৌরাত্ম্য। সাত দিনব্যাপী এই মেলায় প্রচুর সংখ্যায় জনসমাগম হত। দুশো'র উপরে দোকান, বিনোদনের বহুরকম উপকরণে জমজমাট এই রথের মেলায় স্থানীয় মুসলমান দুষ্কৃতিরা তোলাবাজি, জুয়া ও মদের আড্ডা শুরু করল। ধীরে ধীরে মেলা পরিণত হল সমাজবিরোধীদের আখড়ায়। ছিনতাই, মারধোর এমন কি মহিলাদের সম্ভ্রমহানির ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসমাগম কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল এই মেলা। এখন

সেখানে রথযাত্রা হলেও সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত মেলা হয় না। স্থানীয় হিন্দু যুবকেরা অসহায় কারণ এখানে সামাজিক নেতৃত্ব তাদের হাতে নেই।

বর্ধমান জেলায় হিন্দুর জমি হস্তগত করার চক্রান্ত চলছে

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে হিন্দুর জমি সুপরিকল্পিতভাবে হস্তগত করার চক্রান্ত চলছে। বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের কুলজোড়া গ্রামের প্রায় সাড়ে আট একর জমি, যা বিগত একশ বছর ধরে গ্রামের ছেলেদের খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই জমি দখল করে 'ঈদগা' তৈরির চক্রান্ত চলছে। স্থানীয় হিন্দুদের আহ্বানে হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ এলাকা পরিদর্শন করেন। স্থানীয় হিন্দুরা শ্রী ঘোষের হাতে যে তথ্য প্রমাণ সম্বলিত কাগজপত্র তুলে দিয়েছেন, সেই তথ্য অনুসারে ঐ জমিটির মালিক চারজন হিন্দু। বি.এল.আর.ও. তথ্য অনুসারে ২.৭৫ একর জমি ভেস্ট ল্যাণ্ড হিসাবে পঞ্জিকৃত আছে। ৩.৫৬ একর জমির মালিকানা চারজন হিন্দুর হাতে থাকলেও তা কবরস্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ জমিটিতে কোন স্পষ্ট সীমারেখা না থাকায় ভেস্ট

ল্যাণ্ড, কবরস্থান এবং বাকি খেলার মাঠটিকে আলাদা করে চেনার কোন উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে গত ২৯ মে স্থানীয় মুসলমানরা হঠাৎ খেলার মাঠের মধ্যে 'ঈদগা' তৈরি করা শুরু করে। হিন্দুরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় মুসলমানদের হুমকিতে তারা পিছিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে তারা হিন্দু সংহতির সহযোগিতা কামনা করে তপন ঘোষের সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়
মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি পরিসংখ্যান

District	Rise in the number of Hindus 1981-91(%)	Rise in the number of Muslim 1981-91(%)
(1)	(2)	(3)
Cooch Behar	18.51	37.43
Jalpaiguri	22.54	44.58
Darjeeling	24.50	58.18
Midnapore	19.74	53.08
Bankura	14.33	38.71
24-Parganas (North & South)	16.49	35.15

Moreover, in the following districts, the rate of growth of Muslim population has been significantly higher than that of Hindu population:

District	Rise in the number of Hindus 1981-91(%)	Rise in the number of Muslims 1981-91(%)
(1)	(2)	(3)
West Dinajpur	28.49	33.48
Maldah	24.36	36.09
Murshidabad	19.55	34.15
Nadia	28.43	34.49
Howrah	22.30	38.35
Hooghly	20.90	29.11
Purulia	18.93	31.62
Burdwan	22.38	38.67
Birbhum	18.36	30.00

তৃণমূলের হয়ে বক্তব্য থেকে স্লোগান দিতাম, আজ আমার পাওনা শুধুই অপমান ও লাঞ্ছনা—রমণীকান্ত দাস

বর্তমান রাজ্য সরকারে আসীন রাজনৈতিক দলের মুসলিম তোষণের মাত্রা এমনই নগ্নরূপ ধারণ করেছে যার ফলে রাজ্যের সর্বসাধারণ হিন্দুরাই যে শুধু বঞ্চিত হচ্ছে তা নয়, এর শিকার হচ্ছে তৃণমূল দলের সক্রিয় হিন্দু কর্মীরাও। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ রমণীকান্ত দাস। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের শিকদারের খাতা গ্রামের অধিবাসী এই রমণীকান্ত দাস জেলায় তৃণমূল দলের স্থাপনাপর্ব থেকে ধলপল ১ অঞ্চলের অঞ্চল কমিটির সদস্য হিসাবে সক্রিয়ভাবে কাজ করে গেছেন প্রায় সাত বছর। এইরকম একজন সক্রিয় কর্মীর স্ত্রী গত ৪ মার্চ ২০১১ তারিখে ঐ অঞ্চলেরই তৃণমূলের আরেক সক্রিয় সদস্য নিজামুদ্দিন মণ্ডল কর্তৃক ধর্ষিতা হন। বক্সিরহাট থানায় এই ধর্ষণের অভিযোগ করে একটি কেস দায়ের করা হয় (এফ. আই.আর নং ৩২/২০১১)। এই ঘটনায় রমণীকান্তকে সহযোগিতা করে সুবিচার পাওয়ার ব্যবস্থা করার পরিবর্তে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে এবং আর্থিক প্রলোভন দিতে থাকে। রমণীকান্ত রাজি না হওয়ায় তাকে হুমকি দেওয়া হয় এবং গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে স্থানীয় নাটগুরুর বাজারে তার ব্যবসাস্থল থেকে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের কাঠ চুরি হয়ে যায়। এই চুরির অভিযোগ জানাতে গেলে তার অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে পুলিশ। রমণীবাবুর অভিযোগ স্থানীয় নেতাদের মদতে তাকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে এই ধর্ষণের কেস চলছে এবং দিনের পর দিন বিচারকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে রমণীবাবুর অভিযোগ। এখন অর্ধাহারে, অনাহারে দিন চলছে এই পরিবারের। এই পরিস্থিতিতে সুবিচার লাভের আশায় মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন সহ হিন্দু সংহতির সহযোগিতা কামনা করেছেন।

শান্তিপুরে নাবালিকা অপহরণ ঃ পুলিশ উদ্ধার করতে ব্যর্থ

নদীয়া জেলার শান্তিপুর কোওয়ামি থানার অন্তর্গত সূত্রগড় সেন পাড়ার বাসিন্দা সুফল বিশ্বাস। গত ২৩শে জুলাই তার নাবালিকা কন্যা প্রিয়া বিশ্বাস (১৩)কে ফকিরপাড়া লেনের বাসিন্দা মহম্মদ সাহিল সাহু (১১) পিতা মহম্মদ হিরণ সাহু অপহরণ করে।

প্রিয়া ২৩ তারিখ জমাদার পাড়ায় টিউশনি পড়তে যায়। টিউশন পড়ে ফেরার পথে প্রিয়াকে মহম্মদ সাহিল অপহরণ করে। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেও মেয়ে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। চারিদিকে প্রিয়াকে খুঁজতে পরিবারের লোকের সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীরাও বেরিয়ে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রিয়াকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাদের সন্দেহ হয় ফকিরপাড়ার মহম্মদ সাহিলের দিকে। কারণ তাকেও এলাকার পাওয়া যাচ্ছিল না। ২৪ তারিখ সকালে প্রিয়ার বাড়ির লোকজনেরা শান্তিপুর থানায় অপহরণের

একটি ডায়েরি করে। কিন্তু পুলিশের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রিয়া কিংবা সাহিলের কোন হদিশ তারা পায়নি। অবশেষে শান্তিপুর থানায় সুফলবাবু একটি কেস দায়ের করেন। কেস নং ৩৪৮/১৪। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত প্রিয়াকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

রাখী বন্ধন উৎসব উপলক্ষে

হিন্দু সংহতি-র

পক্ষ থেকে

সকল কর্মী-সমর্থক ও

জাতীয়তাবাদী মানুষকে জানাই

ঐক্যের আহ্বান

এবং আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

যে খবর কেউ রাখেনা
সে খবর আমরা রাখি...

বিশদ জানতে Logon করুন

www.hindusamhatibangla.com

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012